দৈনিক ইনকিলাব

17 FEB 20 3

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপালের পদত্যাগের দাবী

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোহাম্মদ এ কে নেওয়াজ তার লেখা একটি ইংরেজী গ্রামার বইয়ে কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যৌন শিক্ষায় প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। 'Special Communicative. Functional English Grammar & Composition'-নামের বইটির শুরু থেকেই তিনি মেয়েদের শারীরিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে বাক্য গঠন করেছেন। এর সাথে যুক্ত করেছেন কুরুচিপূর্ণ ভাষালাপ। বইয়ের বিভিন্ন পাতায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে স্কুলের কমলমতি ছেলেমেয়েদের কুরুচিপূর্ণ সুড়সুড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছেন- এগুলো এতো আপত্তিকর এবং কুরুচিপূর্ণ যে, ছেলেমেয়েদের সামনে উচ্চারণ করতেও লজ্জায় পড়তে হয়। ৭৮১ পৃষ্ঠার ৫৭টি অধ্যায়ের বইয়ের প্রায় প্রতিটি আধ্যায়েই একাধিক অশ্লীল বাক্য রয়েছে। যেমন : 'আরতি রাস্তার মেয়ে নয়- আরতি ইজ নট এ স্ট্রিট গার্ল।' (পৃঃ-২১)। সে ডাকের মেয়ে- 'সি ইজ এ কলগার্ল (পৃ-২২)। নীপা নর্তকী (পৃ-২৫)। নুরী তাকে পাগল বানিয়েছিল (পৃ-২৭)। মেয়েটি আমাকে তীব্র বলল। তুমি তাদেরকে জড়াজড়ি করতে দেখেছিলে (পৃ-২৯)? সোমা কি আমাকে ভালোবাসত (পৃ-৩২)? সে কি তোমাকে বিয়ে করবে? রোজী কি তার সাথে পালিয়ে গেছে? ২৮ পৃষ্ঠায় ইংরেজী অনুবাদে লেখা হয়েছে লিপা এখানে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী মেয়ে। দুটি মেয়ের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দরী, ৩০ নং পৃষ্ঠায় মর্জিনা আমাকে ভালোবাসত। ৩১ নং পৃঃ রিমি আমাকে ভালোবাসত। অনিক তোমাকে ভালোবাসত। তার মেয়ের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ৩২ নং পৃঃ এটা শরীরের চাহিদা। ৩৭ নং পৃষ্ঠায় দি গার্ল উইথ রেড শাড়ী ওয়ানস লাভড মি ভেরী মাচ, ৩৭ নং পৃষ্ঠায় এ গার্ল ওয়ারিং এ ব্লু শাড়ি, কেইম টু মি এ্যান্ড মিট উইথ মি। ৪৫ নং পৃষ্ঠায় মনজু প্রপোজড মি লাভ ল্যাটার দ্যান আই...। আরও রয়েছে ছেলে-মেয়েদের এ বয়সে বিপদগামী করার আহবান- তুমি কি আমাকে ভালোবাস না? তোমার দাম্পত্য জীবন সুখী হোক। কি সুন্দর রাত্রি ছিল সে দিন। আমি তার সাথে পুকুর পাড়ে বসেছিলাম। আহ! কিভাবে যৌবন পার হয়ে যায়। আমার এক খালা চিরকুমার। আমার একটি চাকরানির প্রয়োজন। মেয়েটি কুমার। মেয়েটি যাদুকরী, তুমি যাদুকর। লাইলী হোটেলের নর্তকী ছিলেন এ জাতীয় বাক্য। আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নৈতিক মূল্য বোধ যখন অপসংস্কৃতি ডিসকালচারের প্রভাবে নিচের দিকে যাচ্ছে তখন প্রফেসর মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ আগুনে ঘি ঢালার ব্যবস্থা করেছেন। তার বইতে শুধু এসব শব্দ ব্যবহার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং দেশের একাধিক জাতীয় পত্রিকায় সাংবাদিকদের কাছে এ সম্পর্কে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের সহজভাবে গড়ে উঠতে দেওয়া উচিত। তাদের কল্পনা শক্তির বয়সোচিত বিকাশের সঙ্গে তার লেখা বাক্যগুলো অসংগতিপূর্ণ নয় বলেও তিনি দাবী করেন। জানা যায়, এই অধ্যাপককে রাজনৈতিক নিয়োগ দিয়ে আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মত একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসিত করেন। যে শিক্ষক ৭ম, ৮ম শ্রেণীতে পড়ে এমন ছাত্রছাত্রীদের মনের অবস্থা বুঝতে পারে না, ছাত্রছাত্রীদের বেড়ে ওঠার সাথে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা নেই, তিনি কী করে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। শুধু পাঠ্য পুস্তক রচনা নয় এ রকম চিন্তা-চেতনার শিক্ষক দিয়ে নিচের ক্লাসে পড়ানোর যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। শিক্ষক নামের নৈতিকতাবর্জিত রুচিহীন অপরিণামদর্শী এ শিক্ষককে এখনই কলেজ থেকে অপসারণ করা উচিত বলে অভিভাবকগণ দাবী করেছেন।

দেশের স্বনামধন্য স্কুল-কলেজগুলোতে বহু প্রতিযোগিতা করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখা করতে আসে। অভিভাবকরা তাদের নৈতিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চান। তাই বলে ছেলেমেয়েদের এ বয়সেই অশ্লীলতা, চরম যৌন সুড়সুড়ির মধ্যে ফেলে দিতে পারে না। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী। হাজার বছরের সংস্কৃতি লালন করে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে চলেছে। সেখানে হঠাৎ করে প্রিন্সিপাল আলী নেওয়াজের মত নৈতিকতাবর্জিত লোকের একার একার চিন্তা-চেতনার ভাগীদার হতে পারে না দেশের সচেতন সমাজ। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের এ ধরনের শিক্ষকদের হাতে ছেড়েও দিতে রাজি নয়, তারা এহেন শিক্ষকের পদত্যাগ দাবী করেছেন অচিরেই।

□ আবু ইসা খান